যুগান্তর

20 OCT 2016

রাজধানীতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিকার আত্মহত্যা

গলায় ও শরীরে ব্লেডের দাগ

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর আফতাব নগরের একটি ফ্ল্যাটে বেসরকারি ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষিকা রাবেয়া কুলসুম (২৬) আত্মহত্যা করেছেন। বুধবার ভোরে গলায় ফাঁস দেয়া অবস্থায় তাকে উদ্ধার করেন স্বজনরা। পরে হাসপাতালে নিলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, রাবেয়া প্রেমঘটিত কারণে আত্মহত্যা করেছেন। তারা মনে করছে, এ

রাবেয়া কুলসুম

■ পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিকার আত্মহত্যা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আত্মহত্যার নেপথ্যে কারও প্ররোচনা থাকতে পারে। পাশাপাশি রাবেয়ার ব্যবহৃত মুঠোফোন, ফেসবুক ও ল্যাপটপের তথ্য খতিয়ে দেখা হবে। এসব থেকে ক্লু বের করে ঘটনার নেপথ্যের তথ্য জানার চেষ্টা করা হবে। নিহতের গলা ও শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্লেডে কাটার দাগ রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

আফতাব নগরের তিন নম্বর রোডের ৩৭ নম্বর বাসা ভূঁইয়াবাড়ির পাঁচতলার দ্বিতীয় তলায় থাকতেন রাবেয়া কুলসুম। বুধবার ভোরে স্বজনরা তাকে গলায় ফাঁস দেয়া অবস্থায় উদ্ধার করে ইউনাইটেড হাসপাতালে নিলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন। পরে ইউনাইটেড হাসপাতাল থেকে রাবেয়ার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নেয়া হয়।

বাড্ডা থানার ওসি এমএ জলিল যুগান্তরকে জানান, নিহতের গলায় ও শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্লেডে কাটার দাগ রয়েছে। রাবেয়া কুলসুম অবিবাহিত ছিলেন। তার পরিবার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এবং তার ফেসবুকে দেয়া স্ট্যাটাস দেখে মনে হচ্ছে, প্রেমঘটিত কারণে এ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। তারপরও এর নেপথ্যে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কিনা, সেটাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। নিহতের পরিবার এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওসি জানান, নেপথ্যে কারও প্ররোচনা আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হবে।

ময়নাতদন্ত শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আখম শফিউজ্জামান (খায়ের) জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রাবেয়া কুলসুম আত্মহত্যা করেছেন। নিহতের ভাই শরিফ যুগান্তরকে বলেন, তার বোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্সে মাস্টার্স শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন।

এদিকে ময়নাতদন্ত শেষে বুধবার দুপুরের পর রাবেয়ার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ। রাবেয়াকে তার গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের হালিশহরে দাফন করা হবে। নিহতের বাবা জহির আহমেদ। তিন বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন রাবেয়া।